R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ ১১শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৩ই শ্রাবণ ১৪২১ ৩০শে জুলাই, ২০১৪ | নগদ মূল : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

জঙ্গিপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী ও জেলা সভাপতি আর্থিক অস্বচ্ছতায় বেকায়দায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ উত্তর জেলা সভাপতি ষষ্ঠীচরণ ঘোষ ও জঙ্গিপুর লোকসভার প্রার্থী সম্রাট ঘোষের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। গত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্য থেকে নির্বাচনী খরচ বাবদ ২৬ লক্ষ টাকা পাঠানো হয়। এছাড়াও এলাকার কয়েকজন বিড়ি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা আদায় হয়। কিন্তু তাঁরা খরচের যে তালিকা রাজ্যে পাঠিয়েছেন বা অন্যান্য নেতাদের কাছে পেশ করেছেন তাতে নাকি প্রচুর 'জল মেশানো' বলে খবর। নির্বাচনী হিসাবে সাগরদীঘির জন্য ১ লক্ষ ৭০ হাজার, রঘুনাথগঞ্জ-১-এর জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার, রঘুনাথগঞ্জ২-এর জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার, (৪ পাতায়)

মাস্থলী রিপোর্টে রোগীর সংখ্যা ৩০০০ ডায়েটের এ্যালোটমেন্টে ৪০০০

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতালে ফেব্রুয়ারী-মার্চ ২০১৪ মাস্থলি রিপোর্টে ৩০০০ রোগী ভর্তি দেখানো হয়। অথচ ডায়েটের এ্যালোটমেন্ট করা হয় ৪০০০ রোগীর। বাকী ১০০০ জনের ডায়েট কোথায় গেল, না শুধু খাতাপত্রে উল্লেখ করে কনট্রাক্টর ও উর্দ্ধতন কর্মীদের মধ্যে টাকা ভাগ বাটোয়ারা হয়ে গেল সেটা তদন্ত সাপেক্ষ। উদ্ধৃত্ত খাবারের মূল্য প্রায় ৫০,০০০ টাকা। দায়িত্বপ্রাপ্ত সিষ্টারদের গাফিলতি বলে মন্তব্য করেন সুপার ডাঃ শাশ্বত মণ্ডল। অন্যদিকে হাসপাতালের কয়েকজন দায়িত্বশীল কর্মীর কথা–সুপারের মদতে দুষ্টুচক্রের এই ধরনের লুঠমারি সব বিভাগেই চলছে। আমরা অসহায়।

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী নিয়োগ নিয়ে গভঃ বডির ভূমিকা স্বচ্ছতা হারাচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল আবু এল শুকরানা মণ্ডলের আমলে কোন রেজুলিউশন না করে ৬ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী নিয়োগ করা হয়। বর্তমান গভঃ বডি এই অবৈধ নিয়োগ নিয়ে আপত্তি তোলে। লোকসভা নির্বাচনের পর এদের বাতিল করা হয়। এর প্রেক্ষিতে ঐ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিল্বদল চক্রবর্তীর ছেলে বাদে বাকী পাঁচজন পুনরায় (৪ পাতায়)

মারণ রোগ প্রতিরোধে কোন ব্যবস্থা নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজেই স্বাস্থ্য মন্ত্রী। এনকেফেলাইটিস রোধে উত্তরবঙ্গের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিলেও, অন্য জেলাগুলোতে এর ছিটে ফোঁটাও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না কেন ? মুর্শিদাবাদের রেফার বিশেষজ্ঞরা এক হতভাগ্যকে জঙ্গিপুর থেকে বহরমপুর ঠেলে। সেখানে সে মারা যায়। রঘুনাথগঞ্জ হঠাৎ কলোনীর সরস্বতী হালদারের নাতি প্রতাপকেও (৯) জ্বর অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ডাক্তাররা তাকে ডিসচার্জ করে দেন। অসুস্থ অবস্থায় দুদিন বাদে আবার ভর্তি করলে একটার (৪ পাতায়)

যুব মোর্চার ১ম বার্ষিক সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ডাকবাংলার অতিথি ভবনের মঞ্চে জনতা পার্টির যুব মোর্চার ১ম বার্ষিক সম্মেলন হয়ে গেল ২০ জুলাই। রাজ্য সভাপতি অমিতাভ রায়, সম্পাদক সঞ্জীব ঘোষ, জেলা সভাপতি ভবতোষ রায়, সম্পাদক সুজিত দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ২০০ কর্মীকে কাজকর্ম (৪ পাতায়)

লোভনীয় জায়গাসহ বাড়ী বিক্রয়
রঘুনাথগঞ্জ শহরে ব্যস্ত এলাকায় তিন রাস্তার মুখে এক শতক জায়গার উপর দোতলা বাড়ী বিক্রী।
জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়
যোগাযোগ– ০৩৪৮৩/২৬৬২২৮, ৮৪৩৬৩৩০৯০৭

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৪২১

।। ঈদ উৎসব ।।

সারা ইসলামী দুনিয়ায় গত মঙ্গলবার ঈদ উৎসব উদ্‌যাপিত হইল। এই উৎসব আনন্দের উৎসব ; যে আনন্দ মানুষ নিজে পাইবে এবং অপরকে দান করিবে। বস্তুত ইহা অপরকে আনন্দ দান করিয়া নিজে আনন্দ লাভ করিবার এক অতি সুমহ অনুষ্ঠান। এই জন্য প্রয়োজন সকলকে আপন করিয়া লওয়ার প্রবৃত্তি। ভাবিতে হইবে 'কেহ নহে নহে দূর'। আর্যঋষির 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' যে উদাত্ত আহ্বান, তাহা সকলকে আপনবোধেই উদ্‌বুদ্ধ হইয়া আহবান। কবি গাহিলেন--'শুনহ মানুষ ভাই,/সবার উপরে মানুষ সত্য/ তাহার উপরে নাই।' ইহাও ত সর্বমানবে প্রেমদানের কথা !

'ফিতর' এর অর্থ দান। 'ঈদ-উল-ফিতর'--ইহার অর্থ দানের আনন্দ। কী দান ? প্রেম-ভালবাসা দান এবং তাহা সকলকেই। ধনী-নির্ধন, পাপী-তাপী, ধার্মিক-অধার্মিক, সর্বশ্রেণীর মানুষকে সৌভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা প্রদান করিয়া আনন্দ দিতে হইবে। তাহার দ্বারা দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই খুশিতে ভরপুর হইবে। এই দিনটি আনন্দ উৎসবের, সকলকে বুকে টানিয়া প্রীতি বিনিময়ের হইলেও সার্বজনীন ও সর্বজনীন অদ্যাপি হয় নাই। এখনও স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত শিয়া সুন্নির মধ্যেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা অব্যাহত গতিতে চলে। 'ফিতর' বা দান--দরিদ্রদিগকে খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি দান এখন বিনয়-মমতাপূত নহে ! এক আল্লহুতায়লা ছাড়া অন্য সকলেই তাঁহার বান্দা--এই বোধ খুব কম পরিলক্ষিত হয়। কট্টর মৌলবাদিতা ইসলাম ধর্মের মূল সুরকে অনেকাংশে বিনষ্ট করিতেছে। অবশ্য সকল ধর্মের মধ্যে মৌলবাদিতা উক্ত ধর্মসমূহকে মলিন করিয়া দিতেছে। সাধারণ মানুষের মনে পাপের ভয় থাকায় প্রতিবাদের স্বর কঠোর ও একমুখী হয় না ; তাহার ফলে স্বার্থসিদ্ধি সহজেই সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন ধর্মের মৌলবাদীরা পৃথিবীব্যাপী শান্তি-কামী মানুষের শান্তি কাড়িয়া লইতেছে ; নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটাইতেছে ; আর তৎসঙ্গে রাজনৈতিক অভিসন্ধি পূর্ণ করিতেছে। শক্তিধর উন্নত রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বার্থ না দেখিলে প্রতিকারের জন্য অগ্রণী ভুমিকা লইতেছে না ; মুখের স্তোকবাক্যে কর্তব্য সম্পাদন করিতেছে।

পবিত্র ঈদ উৎসবে সকলের মঙ্গল হউক এই আন্তরিক শুভ কামনা। সর্বধর্মের মানুষের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রয়াস বিজ্ঞাপিত হউক--এই কামনা করিতেছি।

শ্রাবণের চিঠি

শীলভদ্র সান্যাল

ঝরঝর বারিধারা ঝরিছে এ মত্ত শ্রাবণে/ দু'পারের জনপদ জলে ডোবে ফুঁসে-ওঠা জলের প্লাবনে। শ্রাবণ মানেই সারাদিন সারারাত ঝরঝর বারিধারার শব্দ--অবিশ্রান্ত, অবিছিন্ন বাইরে--ভেতরে। বাইরের প্রকৃতি তার অজানা ফুলের গন্ধ-ভারাতুর একরাশ বাদল মেঘের বৃষ্টিধারা নিয়ে ঢুকে পড়ে আমাদের মনের গহনে। কখনও ঝিরঝির, কখনও ঝরঝর, কখনও নম্র মৃদু আবেশের দোলায় আলতো ভিজে বাতাসের ছোঁয়া দিয়ে, কখনও বা মুষল-ধারে, পিনাক-পাণির শিঙায় জলদ-গম্ভীর বজ্রের আওয়াজ তুলে, মেঘমল্লারের রাগিণী বাজিয়ে, অশনির তীব্র শিখায় সকলের চোখ ধাঁধিয়ে। প্রমত্ত শ্রাবণের এই শব্দময়, স্পর্শময়, ঘ্রাণময় অস্তিত্ব আমাদের এই ইন্দ্রিয়-লোকে এমন প্রবলভাবে আছড়ে পড়ে যে, কবিরা তো বটেই--নিতান্ত অকবি যাঁরা প্রাত্যহিক নানাবিধ সমস্যায় যাঁদের জীবন আকীর্ণ, তাঁরাও ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক না হয়ে পারেন না বুঝি ! পাড়ার সবচেয়ে বিষয়ী-ব্যক্তিটিও চোখ তুলে ভাবেন এ-রকম বৃষ্টি যেন কতদিন হয়নি এ তল্লাটে ! রাস্তায় আটকে পড়ে বাড়ি ফেরার চিন্তা মনের ভেতরে উসখুস করে উঠলেও, চকিত বৃষ্টির ছাটে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন না--এমন মানুষ খুব কম আছেন। এই বৃষ্টিটার খুব দরকার ছিল হে, জমিগুলো বেঁচে গেল, অথবা, যা বাদলা লাগিয়েছে সমরৎ ভাই, গাঁ-গঞ্জ আবার বানভাসি হবে না তো, বা সারাদিন কী বৃষ্টি লাগিয়েছে রে ভাই, ঘর থেকে বেরনোর উপায় নেই--আশ-পাশ থেকে উড়ে আসা এ-রকম বিষয়-বুদ্ধিজাত দু'চারটে উক্তি বাদ দিলে, শ্রাবণের চেহারাটা মোটের উপর মন্দ নয়, বিশ্রী তো নয়ই ! বরং এই ফাঁকে আসল কথাটা খোলসা করে বলে ফেলাই ভাল--শ্রাবণের প্রতি আমার বিশেষ পক্ষপাত আছে। আমাদের কেজো প্রাত্যহিক জীবনের আঁটোসাটো বন্ধনের মধ্যে যে একটা নিষ্ঠুর ছন্দ আছে, মত্ত শ্রাবণের দুষ্টু ক্ষ্যাপা হাওয়া সেই ছন্দটাকেই চকিতে ভেঙে দিয়ে যায়। ক্লাসের স্যার পড়ানো বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকেন অথবা ছুটি দিয়ে দেন--বাইরে আকাশ কালো করে ভীষণ বৃষ্টি এল যে ! কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা অফ্ পিরিয়ডের মজা উপভোগ করে জমাট আড্ডায় ; ভরাট গলায় রিয়া গান ধরে, 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে।' যদিও কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় ছায়া-ঘন বনের পরিবর্তে তখন হাঁটু-জল ! ট্রাফিকজ্যাম আর বর্ষণসিক্ত পথচারিদের জলবন্দি বিপন্নতা, সবমিলিয়ে সে এক প্রাণান্তকর অবস্থা--তবুও তার মধ্যে কোথাও যেন একটা মজা আছে, মুক্তি আছে। সে হল ছন্দ বন্ধনের মুক্তি। প্রাত্যহিক জীবনের আঁটোসাটো বাঁধনকে এলোমেলো করে দেওয়ার মুক্তি। কোর্ট, কাছারি, অফিস আদালত, খেলার ময়দান--সর্বত্রই যেন ঝরঝর বৃষ্টির তালে তালে ভিন্ন মেজাজের দোলা লাগে, শহরের হাঁসফাঁস করা রুদ্ধ-শ্বাস বাতাসে এক অন্যরকমের হাওয়া এসে চোখে-মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শ্রাবণের উদাত্ত বৃষ্টিতে কেমন যেন এক উদাসী বাউলের সুর আছে, মন কেমন করা গন্ধ আছে যা আমাদের আনমোনা করে দেয়। টেনশনের টানাপোড়নের কঠিন সুতোগুলো আলগা করে দেয়।

(৩ পাতায়)

'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হোল পার করো আমারে'

মানিক চট্টোপাধ্যায়

পথের পাঁচালীর ইন্দির ঠাকরুন জীবনসায়াহ্নে এই গানটি গেয়েছিলেন নিজের মনে। হরিহরের দূরসম্পর্কীয়া দিদি। ভাইয়ের বৌ সর্বজয়ার কাছে সে এক আগাছা অথবা জঞ্জাল। বার বার বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। আবার ফিরে আসে ভাইয়ের ভাঙা ভিটেয়। সবশেষে সর্বজয়ার কাছে বিতাড়িত হয়ে সে হরিহরের বাড়ি ছাড়ে। যাবার আগে করুণ দৃষ্টিতে দেখেঃ 'এই ভিটার খাসটুকু, ঐ কত যত্নে পোঁতা লেবু গাছটা, এই অত্যন্ত প্রিয় ঝাঁটাগাছটা, খুকি-খোকা, ব্রজ পিসের ভিটা ... চিরকালের মত তাহারা আজ দূরে সরিয়া যাইতেছে।' সেদিন বোধ হয় ইন্দির ঠাকরুন চেয়েছিলেন এক নির্মল মৃত্যু। সেটাই ঘটল গ্রামের পালিত পাড়ায়। পালিতদের বড় মাচার তলায় গোলার পাশে।

আজ সারা পৃথিবীতে এই ধরনের হাজার হাজার ইন্দির ঠাকরুন আছেন, যারা চাইছেন স্বেচ্ছায় মৃত্যু। স্বামীর মৃত্যুতে ছেলে-মেয়ের সংসারে অনেকে হচ্ছেন লাঞ্ছিত। হচ্ছেন বিতাড়িত। কেউ বা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। রোগযন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচার জন্য চাইছেন মৃত্যু। মোট কথা, আজ সারা বিশ্বে 'করুণা নিধন' বা 'ইচ্ছামৃত্যু' শব্দটি বার বার উচ্চারিত হচ্ছে। এই শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ 'euthanasia' (ইউথ্যানাসিয়া)। এর বাংলা সহজ অর্থ--'শান্ত, মৃদু বা স্নিগ্ধকর সহজ মৃত্যু। বর্তমানে এই শব্দটি প্রয়োগ করা হয় এই অর্থে : দুরারোগ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক মারণ ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর মার্জিত, শান্ত বা মৃদুভাবে মৃত্যু ঘটানো। Peter Singer তার 'Practical Ethics' বইটিতে তিন ধরনের ইউথ্যানাসিয়ার উল্লেখ করেছেন। ঐচ্ছিক, অনৈচ্ছিক এবং ইচ্ছা নিরপেক্ষ করুণা-নিধন। কোন দুরারোগ্য মারণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে রোগী যদি রোগের তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে চিকিৎসককে অনুরোধ জানায় তার মৃত্যু ঘটানোর জন্য এবং চিকিৎসক যদি তার আবেদনে সাড়া দেয়, তবে সেটা হবে 'ঐচ্ছিক করুণা নিধন' বা ইচ্ছামৃত্যু। যেখানে রোগীর সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার সম্মতি না নিয়ে তাকে মেরে ফেলা হয়, সেটা হবে অনৈচ্ছিক ইচ্ছামৃত্যু। এখানে চিকিৎসক রোগীর যন্ত্রণা অবসানের জন্য তার আত্মীয় স্বজনদের অনুরোধে এই মৃত্যু ঘটিয়েছে। তবে অনৈচ্ছিক ইচ্ছামৃত্যুর স্পষ্ট দৃষ্টান্ত খুবই কম। অনৈচ্ছিক ইচ্ছামৃত্যুর সমর্থকদের বক্তব্য : রোগী কোনদিনই সেরে উঠবেনা। জড়বস্তুর মত বিছানায় পড়ে থাকবে। রোগযন্ত্রণায় কাহিল। দিনের পর দিন জলের মত অর্থ বেরিয়ে যাচ্ছে। নিজের আত্মীয় স্বজনদের কাছে সে এক মূর্তিমান বোঝা। তাকে ঝেড়ে ফেলাই ভালো। আবার ঐচ্ছিকও নয়, অনৈচ্ছিকও নয়--এই তৃতীয় প্রকার ইচ্ছামৃত্যুর নাম 'ইচ্ছানিরপেক্ষ

(৪ পাতায়)

উৎসাহ ও অবসাদ

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

দেশে উৎসাহ, অবসাদ, উত্তেজনা ঘুমন্তভাব অনবরত আসিতেছে যাইতেছে। উৎসাহের সময় দেশবাসী এক ভাবে প্রমত্ত হইয়া ছুটিতেছে আবার অবসাদের সময় নিরাশ চিত্তে বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছে আর ঝিমাইতেছে। ভাবের মুখে উৎসাহের স্রোতে দেশবাসীর কাছে আজ যাহা বড় ভাল বলিয়া মনে হইল উৎসাহের অবসানে আবার তাহাই অতি অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এই ভাব অভাবের মধ্যে দিয়া দেশবাসী ক্রমে জীবনপথে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। দেশবাসী যেভাবে চলিতেছে এই ভাবে আরও কিছুকাল চলিলে তাহাদের আর চলিবার সামর্থ্য মোটেই থাকিবে কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়। মানুষের এবং অন্যান্য সকল প্রাণীরই জীবনে অগ্রসর হইয়া যাওয়াই নাকি অপরিহার্য্য নীতি। এই নীতি বশেই সকলে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু জগতের জন সমাজের অবস্থা বিচারে দেখা যায় জীবন পথে চলার মধ্যেই কেহ উন্নতির স্তরে ক্রমশঃ উঠিতেছে, কেহ বা ধ্বংসের মধ্যে বিলয় হইয়া যাইতেছে। আমাদের এই দেশবাসী যে ভাবে জীবন পথে চলিতেছে তাহাতে এভাবে চলিলে তাহার উন্নতির আশা দুরাশা--চলার মধ্য পথেই অচল হইয়া ধ্বংসের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে হইবে। জাতিকে, দেশকে এই ধ্বংস হইতে বাঁচাইবার জন্যই আজ দেশে বার বার উৎসাহ--আশা ভঙ্গে অবসাদ আসিতেছে। কিন্তু এই উৎসাহ ও অবসাদের ধাক্কা সহিবার মত জীবনী শক্তি দেশবাসীর আর কত দিন থাকিবে তাহাও দেখিতে হইবে। দেশবাসীর।

দেশে উৎসাহ উত্তেজনা অবশ্যই চাই। অবসাদ ঘুমন্তভাব মৃতের মত সব সহিয়া পড়িয়া থাকিয়া জীবন অন্ত করিয়া দেওয়া কোন মানুষেরই কাম্য হইতে পারে না। কিন্তু উৎসাহ উত্তেজনা মানুষের জীবনে আনিবার যে প্রধান রস, যে রস উৎস হইতে জীবনে সঞ্জীবনী প্রবাহ আসে তাহারই একান্ত অভাব যদি কোন দেশে হয় তবে সাময়িক বাহ্য উত্তেজনা উৎসাহ কতদিন মানুষের জীবনকে মাতাইয়া রাখিতে পারে ? দেশবাসীর খাইবার সংস্থান, পরিবার সংস্থান প্রথমে না করিতে পারিলে আপনার অভাব আপনি পূরণের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে দেশের উপর অপমানাহত রুদ্ধ মনুষ্যত্বের তেজ বেগ যতই প্রবাহিত হইয়া যাক না কেন অভাবের তাড়নায় তাহা অতি শীঘ্রই আবার প্রশমিত হইয়া যায়। এই দেশে ইহা আমরা নানা ভাবেই বার বারই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

উৎসাহের তীব্র মাদকতা দেশে আনিবারও যেমন প্রয়োজন আছে আবার সেই উৎসাহ জাতীয় জীবনে চিরস্থির কার্য্যকরী করিয়া রাখিবার জন্য দেশবাসীর বাঁচিবার উপায় গঠনমূলক কার্য্যকে অব্যাহত রাখিবারও তেমন প্রয়োজন আছে। আপনাদের বাঁচিবার ব্যবস্থা আগে না করিয়া শুধু উৎসাহের মুখে ইন্ধন জোগাইলে সেই উৎসাহই পরে অবসাদে পরিণত হয়।

কি উপায়ে দেশে খাইবার ও পরিবার সংস্থান হইতে পারে, কিভাবে দেশ এই দুঃসময়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে পারে তাহার বিধান দেশবাসী পাইয়াছিল। কিন্তু গঠন কার্য্যে যে শ্রম, ধীরতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতার প্রয়োজন তাহা দেশবাসী মরিতে বসিয়াও দেখাইতে পারিতেছে না। আজ দেশে আবার বিদেশী পণ্য বর্জনের প্রস্তাব আসিয়াছে, এ প্রস্তাব পূর্বে আসিয়াছিল। মোটা ভাত, মোটা কাপড় পাইবার পন্থা যাহাতে বজায় থাকে সেই ব্যবস্থা আজ করিতে হইবে। খুব উৎসাহী হইয়া এই কার্য্য সাধন করিতে না পারিলে ঘরে ও বাহিরে কোথাও দেশবাসীর শান্তি ও সম্মান মিলিবে না। বাহ্য উৎসাহ ক্রমেই নিবিয়া যাইবে। উৎসাহের মূল যাহা তাহাই আগে বজায় রাখিবার আয়োজন দেশবাসীকে করিতে হইবে। মোটা ভাত মোটা কাপড় দিয়া দেশের অগণিত জনসঙ্ঘকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।

[প্রকাশ কাল : ১৩৩৫]

শ্রাবণের চিঠি ..... (২ ম পাতার পর)

তবে সেই বর্ষণই যদি চলতে থাকে দিনের পর দিন একঘেঁয়ে কোরাসের মত, সম্প্রতি কলকাতা যা মুম্বাইয়ে ঘটল বা প্রতিবারই ঘটে থাকে বন্যাপ্লাবিত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে, গ্রীষ্মের দাবদাহে আক্রান্ত সেই আকাঙ্খার বর্ষণই তখন হয়ে ওঠে আতঙ্কের। ওপরে থাকেন নভোচারী মন্ত্রীবর্গ গর্জমান আকাশযানে, আর নীচের পৃথিবীতে পড়ে থাকে বানভাসি অগণ্য মানুষ--তাদের দুঃখ দুর্দশা, বঞ্চনা। উপর থেকে ফেলে দেওয়া ত্রাণসামগ্রী পাবার জন্য জান্তব কাড়াকাড়ি।

এই শ্রাবণের আর এক রূপ ! আরও বিশেষ করে বললে, এক এক পরিবেশে তার এক এক রূপ ! জলবন্দী শহরে সে এক কুশ্রী কদর্য বর্ষণের অভিশাপ আর কর্পোরেশনের মুখোশ খুলে দেওয়া নগ্ন কৌতুক ; গ্রামের দিকে সেই আবার উদার মহৎ বিস্তৃত প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে অজস্র অনর্গল দাক্ষিণ্যের করুণাধারা আবার পাহাড়ে পাহাড়ে নিশ্চুপ শাল-পিয়াল আর পাইনের জঙ্গলে সিম্ফনির সুর বাজানো রক্তে ঝিম ধরা তার আর এক অনন্য রূপ ! প্রকৃতিতে একই সে, তবু এক এক শ্রেণীর মানুষের কাছেও তার চরিত্র বদলে যায় কেমন ! বানভাসি মানুষের কাছে সে মূর্তিমান প্রলয়, শহুরে লোকেদের কাছে সমূহ বিরক্তি ও বিড়ম্বনা, কচি-কাঁচাদের কাছে দুর্লভ কৌতুক আর নির্ভেজাল মজা, কবিদের কাছে কল্পনার উর্মিলতা। বিরহী যক্ষ সুলভ প্রেমিকের কাছে হৃদয়ের মেঘদূত আর--আর আমার কাছে 'শ্রাবণের চিঠি'। যে চিঠির ভেলায় ভর করে তিনি আসেন অমৃতলোকের বার্তা নিয়ে আর জীবনের সব ফসল এ-পারে ফেলে রেখে কবি তার শেষের খেয়া ভাসান শান্তি পারাবারে সে দিনটাও তো ছিল শ্রাবণ, আজ থেকে চুয়াত্তর বছর আগে, শ্রাবণের চিঠি সে-কথাটাও মনে করিয়ে দেয় বৈকি ?

জঙ্গিপুর মহকুমায় সর্ব প্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত উন্নতমানের দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির ফুল-ফল ও কাঠের চারা গাছের বিপণন আমরা শুরু করেছি। আগ্রহী সকল প্রকার চাষিবন্ধু ও পুষ্পপ্রেমীদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ।

আমাদের ঠিকানা ঃ

পার্থকমল সবুজশ্রী

একটি উন্নতমানের বিশ্বস্ত নার্সারী প্রতিষ্ঠান

সাং - হরিদাসনগর (কমল কুমারী দেবী মডেল স্কুলের পার্শ্বে)

পোঃ+থানা রঘুনাথগঞ্জ ✧ জেলা মুর্শিদাবাদ ✧ পিন-৭৪২২২৫

ফোন নং - 7797943802 / 8942908114 / 7797110047

বিনা ব্যয়ে চক্ষু অপারেশন শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের সন্ন্যাসীডাঙ্গার গার্লস হাই স্কুলে ১৮ জুলাই শ্রীমা শিল্পনিকেতনের পরিচালনায় ও শুশ্রুত আই ফাউণ্ডেশনের সহযোগিতায় ২০০ লোকের চক্ষু পরীক্ষা ও ৪০ জনের ছানি অপারেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে রঘুনাথগঞ্জের বিডিও উপস্থিত ছিলেন। এক সাক্ষাতকারে এ খবর জানান শ্রীমা শিল্পনিকেতনের সম্পাদক বিজয় মুখার্জী।

জঙ্গিপুর লোকসভা ..... (১ম পাতার পর)

পৌর এলাকার জন্য ৭৫, হাজার লালগোলার জন্য ১ লক্ষর কিছু বেশী, সুতী ১-এ ১ লক্ষ ৩০ হাজার, সুতী ২-এ-১ লক্ষ, খড়গ্রাম-নবগ্রামেও তাই দেয়া হয়েছে। অথচ বিভিন্ন ব্লকের নেতারা ঐ খরচের বিবরণ অস্বীকার করেছেন। এর অনেক কম টাকা তারা হাতে পেয়েছেন ভোটের মাত্র কয়েকদিন আগে বলে অভিযোগ করেন। এই ভাবে ১২ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য খরচ বাবদ ১০ লক্ষ টাকা দেখানো হয়েছে। যার মধ্যে আছে প্রার্থীর হাত খরচ ৬০,০০০ টাকা। এছাড়া ফ্লেক্স বাবদ প্রায় ২ লক্ষ, তিনটি গাড়ী ভাড়া ৩ লক্ষ, ফ্লেক্সের ফ্রেম তৈরী খরচ ৫০ হাজার, নানা জায়গায় রোডশো বাবদ ৭৫ হাজার। এই ধরনের এলোপাথারি খরচ প্রত্যেকের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। এবং এই নিয়ে দলে তীব্র প্রতিক্রিয়া চলছে। রাজ্য নেতা প্রতাপ ব্যানার্জীর কাছে ক্ষোভ উগড়ে দেয় রঘুনাথগঞ্জ ও ধুলিয়ানের কর্মীরা। তাদের অভিযোগ, প্রতিটি লোকসভায় রাজ্য থেকে ১০ হাজার ফ্ল্যাগ দেয়া হয়েছিল। অথচ দেয়াল লিখন, ফ্ল্যাগ,ফেষ্টুন তেমনভাবে কোন এলাকায় চোখে পড়েনি। মনে রাখার মত বড় সভাও হয়নি। বিধায়ক তো দূরের কথা--একটা পঞ্চায়েতও দখলে নেই, অথচ এক নেতা প্রচারের নামে রঘুনাথগঞ্জের এক হোটেলে এ.সি রুমে এক মাস ধরে শুয়ে বসে দিন কাটালেন পার্টির পয়সায়। প্রার্থীও একইভাবে চাঁদার পয়সায় বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে মোচ্ছব করলেন। নেতাদের এই সব অনাচার দেখে ভোটাররাও মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আশাতীতভাবে ভোট কমে গেল। রাজ্যে ও কেন্দ্রে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে খবর। (পরবর্তী সংখ্যায়)

যুব মোর্চা .....(১ ম পাতার পর)

ও শৃঙ্খলার উপর সচেতন করেন এবং মূল সংগঠনকে টিকিয়ে রাখতে ধৈর্য্য ধরে কাজ করতে নির্দেশ দেন বক্তারা। শেষে সদরঘাট দাদাঠাকুর মুক্তমঞ্চের সামনে এক প্রকাশ্য সভা হয়। মূল সম্মেলনে মহিলা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

হরি দিন তো গেল ..... (২ ম পাতার পর)

করুণা নিধন।' মারাত্মকভাবে বিকলাঙ্গ অথবা সম্পূর্ণ বিকৃত মস্তিষ্কের প্রতিবন্ধী কোন শিশুর মৃত্যু ঘটানো ইচ্ছা নিরপেক্ষ করুণা নিধনের উদাহরণ। স্বাভাবিক অবস্থায় শিশুহত্যা বাবা-মায়ের কাছে অকল্পনীয়। কিন্তু বিকলাঙ্গ শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। এসব শিশু জীবনমৃত। চিকিৎসকদের মতে এই সব হতভাগ্য শিশুর ব্যবহারিক জীবন এতই দুঃখজনক যে চিকিৎসা করে এদের বাঁচিয়ে রাখা অর্থহীন।

আইনের চোখে রোগীর যন্ত্রণার তীব্রতা এবং যন্ত্রণা থেকে চিরতরে মুক্তি দেবার আবেদন--এদের কোন মূল্য নাই। মৃত্যু ঘটানো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তবুও ইচ্ছামৃত্যুর যাঁরা সমর্থক এবং প্রচারক তাঁদের আশা এ বিষয়ে আইন প্রণীত হোক। জনমত গড়ে উঠুক এই আইনের পক্ষে। ইচ্ছামৃত্যু ঘটানোর জন্য সুন্দর পরিবেশে কোন প্রতিষ্ঠান থাকবে। এখানে মৃত্যুকামী মানুষকে ঘুমের ওষুধ প্রয়োগ করে অথবা কেবলমাত্র একটি ইন্‌জেক্‌সানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ঘুমের দেশে। এ ঘুম বড় শান্তির। তাই হয় তো এমন দিন আসবে যেদিন আইনের পথেই রোগীর জীবনদায়ী ওষুধ হবে বন্ধ। কৃত্তিমভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া প্রক্রিয়া হবে স্তব্ধ। নিশ্চিতভাবে চলে যাবে তখন নোতুন দেশে। যেখানে থাকবে না কোন যন্ত্রণা। সেদিন আর দিন-সন্ধ্যার হিসাব করতে হবেনা। ভবপারের নদী পার হবার জন্য ডাকতে হবে না হরিকে। অথবা আল্লাকে।

চতুর্থ শ্রেণীর ..... (১ ম পাতার পর)

নিয়োগের দাবীতে হাই কোর্টর আশ্রয় নেন। হাই কোর্ট নিয়োগ সংক্রান্ত রেজুলিউসন পেপার জমা দেবার নির্দেশ দেয়। এই পরিস্থিতিতে ৮ জুলাই জি.বির সভায় ঐ পাঁচজনকে স্থায়ীভাবে নিয়োগের ব্যাপারে কয়েকজন সদস্য ও কলেজের এ্যাকাউনটেন্ট সুমিত চক্রবর্তী (পাঁচজনের মধ্যে ওর ছেলে একজন) তৎপর হয়ে ওঠেন। চুপেচাপে ইংরাজী ষ্টেটস্‌ম্যান-এ ১২ জুলাই চতুর্থ শ্রেণীর স্থায়ী কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞাপন প্রকাশ পায়। শুধু তাই নয়--তড়িঘড়ি করে ১৬ জুলাই এদের ইন্টারভিউও হয়ে যায়। ঐ দিন পাঁচজন ছাড়াও বাইরের কয়েকজন উপস্থিত থাকেন। গভঃ বডির অন্যতম সদস্য বিকাশ নন্দ এর তীব্র বিরোধীতা করেন। বিকাশ জানান–ঐ সময় তিনি দিল্লীতে ছিলেন। জি.বির ভাবমূর্তি নষ্ট– করতে একটা দুষ্টচক্র কাজ করছে বলে তিনি মনে করেন। দুর্নীতিগ্রস্থ প্রিন্সিপ্যালের বিরুদ্ধে আমি প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ পাঠায়। ঐ অভিযুক্ত প্রিন্সিপ্যাল যাতে পেনশন পান তার জন্য ৮ জুলাই জি.বির সভায় কয়েকজন সদস্য সুপারিশ করেন। এটা দুঃখজনক ঘটনা। অন্যদিকে অবৈধভাবে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী নিয়োগেও কেউ কেউ মদত দিচ্ছেন। এসব ব্যাপারে গভঃ বডির প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন বলে জানান বিকাশ।

মারণ রোগ .....(১ম পাতার পর)

পর একটা নতুন নতুন ইনজেকসন প্রতাপের উপর প্রয়োগ করেন ডাক্তারবাবুরা। সেগুলো বাইরে থেকে কিনে দিতে হয় রোগীর লোকজনকে। চিকিৎসায় কোন উন্নতি না হওয়ায় বাধ্য হয়ে প্রতাপকে তার দিদিমা সরস্বতী বাড়ী নিয়ে চলে যান। জঙ্গিপুর হাসপাতালের এই হাল দেখে আমাদের প্রতিনিধি সি.এম.ও.এইচ এর বর্তমানে দায়িত্বে থাকা এখানকার ছেলে ডাঃ তাপস রায়ের সঙ্গে কথা বললে তিনি পরিষ্কার জানান, 'এই রোগ নির্ণয়ে কোলকাতা ছাড়া কোন ব্যবস্থা নেই।' এই পরিস্থিতিতে জঙ্গিপুর এলাকার মানুষ কি শুধু ভগবানের ওপর ভরসা করবে?

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।